১৯-১২-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- কেউ যতই গুণী হোক, মধুর হোক, ধনী হোক তোমরা তাদের দিকে আকৃষ্ট হবেনা, দেহ কে স্মরণ করবেনা"

প্রশ্নঃ- যে বাচ্চারা জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে তাদের মুখে বাবার জন্য কোন্ কথাটি থাকবে ?

উত্তর :- ওহো! বাবা আপনি তো আমাদের জীবনদান করেছেন। মিষ্টি বাবা আপনি আমাদের সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান প্রদান করে , সর্ব প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়েছেন তার জন্যে বাবাকে কত ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ।

প্রশ্নঃ- অন্ত কালে বাবা ছাড়া অন্য কারোর প্রতি একটুও যেন মোহ না থাকে তার জন্যে কি করা উচিত ?

উত্তর :- বাবা বলেন লোভের বশে কোনো জিনিস নিজের কাছে এক্সট্রা রাখবেনা। এক্সট্রা রাখলে তার প্রতি মোহ থাকবে। বাবার স্মৃতি থাকবেনা ।

গান : ধৈর্য ধর রে মন....।

ওমশান্তি। বাচ্চাদেরকে ধৈর্য কে দিচ্ছে ? বাচ্চাদের বুদ্ধি চট করে বেহদের বাবার দিকে চলে যায়। তাও শুধু এই সময়ে বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধি বাবার দিকে যায়। যদিও বেহদের বাবার দিকে অনেকের বুদ্ধি-ই যায়। কিন্তু তাদের সে কথাটি জানা নেই যে এ হল সঙ্গমযুগ। বাবা এসেছেন , সবাই একবারে এক সময়ে তো জানতে পারবেনা। বাচ্চারা বাবার আপন হলে জানতে পারবে। এখন তোমরা বাচ্চস্রা বাবাকে জেনেছ। জানো যে বাবা এসেছেন। বেহদের বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার দিচ্ছেন, যা পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তোমাদের দিয়ে ছিলেন। তিনি আসেন শুধু বাচ্চাদের বর্সা দিতে। তিনি হলেন বেহদের বাবা তবুও তিনি আমাদের পড়ান। ভগবান অর্থাৎ পিতা আবার ভগবানুবাচ অর্থাৎ পড়ান। কি পড়ান ? সেসবও তোমরা বাচ্চারাই জানো। আমরা বাবার সম্মুখে বসে আছি। বাবা কোনো শাস্ত্র পড়েন নি। ব্রহ্মাবাবা শাস্ত্র পড়েছেন। শিববাবাকে বলা জ্ঞানের সাগর , আলমাইটি অথরিটি। নিজেও বলেন আমি সব বেদ শাস্ত্রের সার তত্ব জানি -- এইসব হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী। এইসব আমার তৈরি করা বস্তু নয়। জিজ্ঞাসা করা হয় এই শাস্ত্র কবে থেকে পড়ছ ? তখন বলে এইসব তো প্রথা অনুযায়ী চলে আসছে। বাবা বলেন আমাকে কেউ পড়ায় না। আমার কোনো পিতা নেই , আর সবাই গর্ভে প্রবেশ করে মাতার পালনা নেয়। আমি তো গর্ভে আসিনা , যে মাতার পালনা নেব। মানুষের আত্মা গর্ভে আসে। সত্যযুগের লক্ষ্মী নারায়ণ ও গর্ভে জন্ম নেয়। অর্থাৎ তারাও মানুষ তাইনা। আমি তো এই শরীরে প্রবেশ করি , ড্রামা প্লান অনুসারে কল্প পূর্বের ন্যায়। এই অক্ষর কেউ জানেনা। কল্পের আয়ু কত তাই কেউ জানেনা। বাবা বসে বোঝান আমি তোমাদের পিতা , শিক্ষক ও সদগুরু হই। তোমরা জানো এই বাবা সম্পত্তি প্রদান করেন। বাবা স্বর্গের রাজত্ব দিতে এসেছেন। নরকের রাজত্ব থোড়াই দেবেন ! এই কথাটি বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে বেহদের বাবা আমাদের রাজ যোগ শেখাচ্ছেন। বাবা স্বর্গের স্থাপনা করবেন। তিনি বলেন আমার

মতামত অনুসারে চলো , আমি তোমাদের স্বর্গের মালিকে পরিণত করি। তারপর দ্বাপর থেকে তোমরা রাবণের মতানুসারে চল । সত্যযুগে কোনো মানুষের মতামত গতি সদগতির জন্যে থাকেনা । দরকারও হয়না। কলিযুগে সবাই গতি সদগতির জন্যে মতামত চায়। জানে আমরা কোনো সময়ে স্বর্গে ছিলাম, পবিত্র ছিলাম , তবেই তো ডাকে -- হে পতিত পাবন, হে সদগতি দাতা , আমাদের সদগতি প্রদান করুন। সত্যযুগে এই রূপ ডাকাডাকি হয়না। এখন তোমরা জানো বাবা এসেছেন। খুব সরল ভাবে রাজ যোগ ও সহজ জ্ঞানের মতামত দিচ্ছেন। ওঁনার শ্রীমৎ রয়েছে। উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান। ওঁনার চেয়ে উঁচু কেউ নয়, এবং তিনি হলেন আমাদের রুহানী পিতা। রুহানী পিতা হওয়ার দরুন তিনি আত্মাদের জ্ঞান প্রদান করেন , দেহের পিতার কাছে সন্তানরা দৈহিক জ্ঞান প্রাপ্ত করে তাই বাবা বলেন -- আত্ম অভিমানী হও এবং বাবাকে স্মরণ কর। কোনো রকম দৈহিক স্মরণ যেন না থাকে। তোমরা হলে আত্মা , মানুষ যতই ভালো হোক, ধনী হোক, মধুর হোক তবুও দেহধারীকে স্মরণ করবেনা। একমাত্র পরম পিতা পরমাত্মাকেই স্মরণ করবে। কেউ যদি ধনী জনের সন্তান হয় তো সে পিতাকেই স্মরণ করবে। গান্ধীকে বা শাস্ত্রী কে থোড়াই স্মরণ করবে। সবচেয়ে বেশি স্মরণ পরম পিতা পরমাত্মাকে করে তারপর কেউ লক্ষ্মী নারায়ণকে , কেউ রাধে কৃষ্ণকে স্মরণ করে। ভাবে যে তাঁরা চলে গেছেন। তাঁদের হিস্ট্রি জোগ্রাফিও আছে। উঁচু থেকে উঁচু হলেন পিতা, তিনি আবার আসবেন , নিশ্চয়ই বিশ্বের হিস্ট্রি জোগ্রাফি রিপিট হবে। কলিযুগের পরে আবার সত্যযুগ আসবে। কিন্তু এইসব কথা তোমরা বাচ্চারা ছাড়া কেউ জানেনা। শুধু কথার কথা বলে -- হিস্ট্রি জোগ্রাফি রিপিট। বুঝতে কিছুই পারেনা। প্রথমে তোমরাও এমনই ছিলে। জানতে যে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল , কিন্তু কত সময় চলেছে, তারপর তার কোথায় গেছে কি হয়েছে , কিছুই জানা নেই। এখনও নম্বর অনুযায়ী ভালো ভাবে ধারণ করে শ্রীমৎ অনুসারে চলছ -- সেও ঠিক কথা। মন বচন কর্ম দ্বারা সাহায্য করে। জ্ঞান ও যোগের দ্বারা অনেকের কল্যাণ করবে।

তোমরা হলে শক্তি সেনা ডবল অহিংসক। তোমাদের ভিতরে কোনো রকম হিংসা নেই। তোমরা কাউকে দুঃখ দাও না। হিংসা অর্থাৎ দুঃখ দেওয়া। ঘুঁষি মারা , তলোয়ার চালানো বা কাম কাটারী চালানো -- এই সবই হল দুঃখ দেওয়া। তোমরা কোনো রকম দুঃখ দাওনা তাই অহিংসা পরম ধর্ম বলা হয়। মানুষ তো সবাই হিংসা করে। এই সময়টি হল রাবণের রাজ্য। মানুষ তো শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রেও হিংসা দেখিয়েছে। তোমরা বাচ্চারা জানো শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন রাজকুমার , ওঁনার এইরূপ চরিত্র বা জীবন কাহিনীর কোনো কথা নেই। চরিত্র হল ঈশ্বরের। তিনি হলেন রত্নাকর, সওদাগর, জ্ঞানের সাগর , জাদুকর। আরে, নিরাকার পরমাত্মা সওদা করবেন কিভাবে ? সওদাগর তো মানুষ হবে তাইনা। এই সব কথা তোমরা জানো যে তিনি কিভাবে সওদাগর ও রত্নাকর হয়েছেন। ওঁনাকে সবাই কেন স্মরণ করে ? হে পতিত পাবন , সর্বের সদগতি দাতা , দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা। মহিমা কেবল একজনের। এইরূপ মহিমা সূক্ষ্মবতনবাসী বা স্থূলবতনবাসী কারো হাতে পারেনা। এই মহিমা হল মূলবতনবাসী পরমাত্মার। উঁচু থেকে উঁচু হলেন পিতা, আমরা আত্মারা তাঁর সন্তান। আমরা সবাই ক্রম অনুযায়ী পার্ট প্লে করতে আসি। বাবা বলেন -- এই যে নলেজ তোমাদের শোনাই সেই নলেজ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। ওই গীতা তো অনেক আছে। তবুও পুরাতন গীতা প্রকাশিত হবে। তোমাদের কাগজ থোড়াই বেরোবে। গীতা অনেক ভাষায় রয়েছে। উঁচু থেকে উঁচু হল গীতা কিন্তু সবই হল মনুষ্য রচিত, যথার্থ নয় তাই সবাই অন্ধকারে বাস করছে , তবেই গায়ন আছে জ্ঞান সূর্য প্রকট হয়েছেন ... এই স্থূল সূর্যের মহিমা নয়। জ্ঞান সূর্যের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। এই সূর্য আলো দেয় , সাগর দেয় জল , তাদের নামে ভগবানের নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। জ্ঞানের সাগরকেই

জ্ঞান সূর্য বলা হয়। তোমরা জানো আমাদের অন্ধকার এখন দূর হয়েছে। সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে তোমরা জানো। যখন রচয়িতার পার্ট জেনেছ তখন অন্যদের পার্ট নিশ্চয়ই জেনেছ। তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করছ। তোমরা জানো যে এই বাবা হলেন খুবই প্রিয়। আমাদের জীবনদান দিয়েছেন। তোমরা তো একবারই এমন জীবনদান প্রাপ্ত কর -- যার ফলে তোমরা কখনও অসুস্থ হবে না , আর এইরকম বলতেও হবেনা যে অমুকে আমাদের জীবন দান দিয়েছে। এইটি হল একেবারে নতুন কথা।

এখন তোমরা জীবিত অবস্থায় বাবার আপন হয়েছ। মায়া রাবণ অনেককে নিজের দিকে টেনে নেয়। তখন বলা হয় রাবণ রূপী কাল গ্রাস করেছে । ঈশ্বরীয় কোলে এসে আবার অসুরী কোলে ফিরে যায়। কাল যদিও গ্রাস না করে তবুও জীবিত অবস্থায় ঈশ্বরের আপন হয়ে রাবণের আপনজন হয়ে যায়। এখানে ধর্মাত্মা স্বরূপে পরিণত হতে হতে সেখানে গিয়ে অধর্মী হয়ে যায়। এখানে সঙ্গমে ধর্মের রাজ্য , সেখানে অধর্মের রাজ্য রয়েছে। সত্যযুগে হয় কেবল একটি ধর্ম। কলিযুগে হয় অধর্মের রাজ্য , কৌরবদের রাজ্য। পাণ্ডবদের সঙ্গে বলা হয় কৃষ্ণ ছিল। তোমাদের সাথে আছেন শিববাবা। জুয়া খেলার কোনো কথা নেই। রাজত্ব না-ই কৌরবদের , না-ই পাণ্ডবদের । বাবা এসে ধর্মের রাজ্য স্থাপন করেন। সবাই চায় রামরাজ্য হোক। আমরা স্বর্গবাসী হই অর্থাৎ এইটি হল নরক। কিন্তু কাউকে সোজাসুজি নরকবাসী বললে রেগে যাবে। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। বেহদের (অসীমের) বাবা হলেন নিরাকার। বেহদের বাবাকেই ভগবান বলা হয়। হদের বাবাকে ভগবান থোড়াই বলা হবে। কৃষ্ণকে থোড়াই জ্ঞান সাগর , পতিত পাবন বলা হবে। ওঁনার মহিমা কেবল তোমরা ব্রাহ্মনরাই জানো। তোমাদের বাবা এসে নিজ সমান তৈরি করেন। বাবাও জানেন, তোমরা বাচ্চারাও জানতে পারো এবং স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত কর। যেমন লৌকিক পিতার কাছে বাচ্চারা সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত করে। সেসব হল আলাদা। এখানে তোমরা জানো আমরা বেহদের বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করছি। এমন কোনো স্কুল বা সৎসঙ্গ নেই , যেখানে সবাই বলবে আমরা বেহদের বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করি। এখানে বাবা রাজ যোগের শিক্ষা দেন। বলেন তোমরা নয় থেকে নারায়ণে রূপান্তর হবে। তাহলে নিশ্চয়ই সঙ্গম যুগ অর্থাৎ কলিযুগের অন্ত এবং সত্যযুগের আদি কালের সঙ্গম হবে তবেই তো তোমরা পুরুষার্থ করে নর থেকে নারায়ণে পরিণত হবে। এই রাজ যোগ আমরা বাবার কাছে শিখছি -- নয় থেকে নারায়ণ , নারী থেকে লক্ষ্মী রূপে পরিণত হতে। নর-নারায়ণের মন্দিরও তৈরি করে। ওঁনাকে চারটি ভূজা দেওয়া হয়েছে কারণ দুজনে একসঙ্গে আছে। নারী লক্ষ্মীর কোনো মন্দির নেই। নারী লক্ষ্মীকে দিপাবলীতে (দীপমালায়) আহবান করে। ওঁনাকে মহালক্ষ্মী বলা হয়। তোমরা লক্ষ্মীর মূর্তি চারটি ভূজা ধারীই দেখবে। যাঁর পুজো অর্চনা করা হয় তিনি হলেন যুগল বিষ্ণু রূপ , তাই চারটি ভূজা দেওয়া হয়েছে। এই সব কথা বাবা বোঝান। মানুষ তো কিছু জানেনা। ভগবানকে খুঁজতে থাকে। ধাক্কা খেতে থাকে। ভগবান তো আছেন উপরে তবে খুঁজবার কি দরকার। মন্দিরে যে কৃষ্ণের ছবি রয়েছে সেই ছবি ঘরে রেখে কেন পুজো করো না ? বিশেষ করে মন্দিরে যাও কেন ? মন্দিরে যাবে , অর্থ দান করবে। ঘরে কাকে দান করবে ? অর্থাৎ এইসব হল ভক্তি মার্গের নিয়ম। বাবা বলেন তোমাদের কোনো ছবি রাখার দরকার নেই। তোমরা কি শিববাবাকে জানো না যে ছবি রাখো ? ছবি রাখলে কি স্মরণ করতে পারো ? বাবা তো জীবিত আছেন তবে ছবি কেন রাখবে ? বাবা তোমাদের জ্ঞান দিচ্ছেন তাহলে ছবি নিয়ে কি করবে ? বৃদ্ধজনকে ছবি দেওয়া হয় কারণ তারা শীঘ্র ভুলে যান । যদি অন্য কোনো দেহধারীকে স্মরণ কর তবে অন্ত কালে সে-ই স্মরণে আসবে। যদি কিছু মোহ থাকে তবে তোমাদের পিছু টান থাকবে। তারপর যতই শিববাবার ছবি রাখো যদি মোহ থাকে তবে স্মরণে

আসবেই তাই বাবা বলেন বাচ্চারা সম্পূর্ণ নষ্ট মোহ হও। কোনো জিনিসে মোহ থাকবে , ২-৪ জোড়া জুতো যদি থাকে তবে স্মরণে আসবে তাই বলা হয় বেশি জিনিস রেখো না। নাহলে সেই দিকে বুদ্ধি যাবেই। বাবাকে ছাড়া আর কাউকে স্মরণ কোরো না। লোভ তো হয় -- যে আমরা নিজের কাছে ভালো পোশাক রাখি , ২-৪ টে জুতো জোড়া রাখি, ঘড়ি রাখি। একটু টাকা পয়সাও রাখি। রাখলেই স্মরণে আসবে। বাবার জানা থাকা উচিত -- তোমাদের কাছে কি কি আছে। বাস্তবে তোমাদের কিছুই রাখা উচিত নয়, যা কিছু প্রাপ্ত করো শুধু সেটুকু রাখা উচিত। একমাত্র বাবা ছাড়া অন্য কাউকে স্মরণ করবেনা। এতখানি প্র্যাক্টিস করতে হবে -- তবেই বিশ্বের মালিক হবে। এই কথা কেউ বোঝেনা যে রাধে-কৃষ্ণ বিশ্বের মালিক ছিলেন, শুধু বলে দেয় ভারতে রাজত্ব ছিল। যমুনা নদীর তীরে তাঁদের মহল ছিল। কিন্তু তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক। এই কথাটি শুধু তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। বেহদের পিতা এসেছেন বেহদের মালিকে রূপান্তর করতে। প্রজা এবং রাজা পদে অনেক তফাৎ আছে। এখানে তোমরা নর থেকে নারায়ণ হতে এসেছ তাই পুরো ফলো করো। (ফকির) ভিক্ষুক থেকে (অমির) ধনী হতে হবে। এতখানি পুরুষার্থ করতে হবে। খুশি মনে পড়াশোনা করা উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) জ্ঞান-যোগের দ্বারা সবাইকে সাহায্য করতে হবে। ডবল অহিংসক হতে হবে। কাউকেও দুঃখ দেবেনা।

২) নষ্ট মোহ হতে হবে। কোনো জিনিসে বুদ্ধির টান রাখবেনা। একমাত্র বাবার স্মরণ যেন থাকে সর্বদা তারই প্র্যাক্টিস করতে হবে।

বরদান :- দিব্য বুদ্ধি দ্বারা ত্রিকালদর্শী স্থিতির অনুভবকারী সফলতামূর্ত হও।

ব্যাখা: ব্রাহ্মণ জন্মের বিশেষ উপহার হল দিব্য বুদ্ধি। এই দিব্য বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে, নিজেকে এবং তিনটি কালকে স্পষ্ট ভাবে জানতে পারবে। দিব্য বুদ্ধির সাহায্যে স্মরণ করে সর্ব শক্তিগুলি ধারণ করতে পারবে। দিব্য বুদ্ধি ত্রিকালদর্শী স্থিতির অনুভব করায় , তাদের সামনে তিনটি কাল স্পষ্ট থাকে। বলাও হয় যা ভাববে, যা বলবে , আগে পরে ভেবে চিন্তে করবে। পরিণামের কথা মাথায় রেখে কর্ম করলে সফলতা অবশ্যই প্রাপ্ত হয়।

স্লোগান - যথার্থ নির্ণয় (decision) দিতে হলে আত্মিক নেশা (রুহানী ফখুর) দ্বারা চিন্তামুক্ত (বেফিকর) স্থিতিতে স্থিত থাকো ।